দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

(২৫)

152

৭ জন আহত ঃ ভিসি অফিস তছনছ ঃ ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

বন্দুক যুদ্ধ ঃ ঢাকা ভার্সিটি বন্ধ

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্দুক-যুদ্ধে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল প্রকম্পিত। দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মাসব্যাপী উত্তেজনা ও রেষারেষি গতকাল বন্দুকযুদ্ধে রূপ নিলে তিন ঘন্টার জন্য ক্যাম্পাস পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন, গুলি ও বোমার বিকট শব্দে ক্যাম্পাস কেঁপে ওঠে। গোলাগুলিতে আহত হয় সাতজন। ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস ভাংচুর করা হয়। অগ্নিসংযোগ করা হয় দু'টি মোটর সাইকেলে।

এসব ঘটনার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আজ সকাল আটটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসে আরেকটি ছাত্র সংঘর্ষের মুখে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ২৫ দিন আগে খুলে দেয়া হয়।

গতকালের সংঘর্ষে গুলিতে আহতরা হচ্ছেন জাহাঙ্গীর, নীহার, সোহেল, তোফায়েল, শাহীন, মঞ্জু ও অপু। এদের কারো বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তবে ছাত্রলীগ (শা-অ) নীহার ও অপুকে এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সোহেল, মঞ্জু ও তোফায়েলকে তাদের সংগঠনের কর্মী বলে দাবী করেছে।

জাহাঙ্গীর ছাত্রলীগ (না-শ) নগর শাখার কর্মী। আহতদের দু'জন নীহার ও সোহেলকে ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাকীদের খবর জানাযায়নি।

গতকালের ঘটনা

গতকাল দুপুর একটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, প্রশাসনিক ভবনের সামনের মাঠ, ভিসির বাসভবনের সামনের রাস্তা, টিএসসি প্রভৃতি এলাকা ছিল রণক্ষেত্র। দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে কলাভবন, লেকচার থিয়েটার, ইউনিভার্সিটি লাবিরেটরী স্কুল এবং উদয়ন স্কুলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আটকা পড়ে। শুধুমাত্র কলাভবনের মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে ছিল প্রায় চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী।

সংঘর্ষ শুরু হয় দুপুর একটা সাত মিনিটে। সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছিল। দুপুর বারটায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-অ) পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে। ছাত্রদল

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বন্দুক যুদ্ধ ঃ ঢাকা ভার্সিটি বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মিছিল শেষে ডাকসু ভবনের সামনে সভা করছিল। একই সময়ে ডাকসু ক্যাফেটারিয়ার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ছাত্রলীগের (শা-অ) মিছিল। ছাত্রলীগের (শা-অ) মিছিলটি দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের গেট দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের সামনে গিয়ে সমাবেশ করে। সমাবেশে যখন বক্তৃতা চলছিল তখন কিছু ছাত্রলীগ কর্মী ভিসির অফিস আক্রমণ করে। অফিসের জানালার কাঁচ, টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন ইত্যাদি ভাংচুর করা হয়। আক্রান্ত হয় প্রো-ভিসির অফিসও। অফিসে যখন হামলাকারীরা ভাংচুর করছিল তখন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনিক ভবনের সামনের মাঠ থেকে হঠাৎ করে গুলীবর্ষণ শুরু হয়। গুলির শব্দে ছাত্রলীগ কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়। ছাত্রদল অবস্থান নেয় সূর্যসেন হলের সামনে। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গোলাগুলি। আধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তরুণদের মাঠের মধ্যে ক্রলিং করতে দেখা যায়। গুলির শব্দে ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কলাভবনের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বাইরে গোলাগুলি অব্যাহত থাকে। দুপুর আড়াইটায় ছাত্রদলের অস্ত্রধারীদের আক্রমণের মুখে ছাত্রলীগ সমর্থকরা জহরুল হক হলের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ সময় কিছুক্ষণের জন্য গোলাগুলি বন্ধ থাকে। কিন্তু ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীরা জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে টিএসসিতে এসে আবার আক্রমণ করলে শুরু হয় ভয়াবহ সংঘর্ষ। রণক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় টিএসসি থেকে কলাভবন পর্যন্ত। বন্দুক যুদ্ধের এক পর্যায়ে কখনো কলাভবন এলাকা ছাত্রদলের দখলে, পরক্ষণেই ছাত্রলীগ সমর্থকদের দখলে। বৃষ্টির মত গুলিবর্ষিত হতে থাকে। এক সময় হাকিম চত্বর ও ভিসির বাসভবনের সামনে যুগপৎ সংঘর্ষ চলতে থাকে।

থেমে থেমে সংঘর্ষ চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত। চারটায় সংঘর্ষ বন্ধ হয় এবং অস্ত্রধারীরা নিজ নিজ হলে ফিরে যায়।

অস্ত্রধারী এবং অস্ত্র

গতকাল ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের অধিকাংশই ছিল মুখে রুমাল বাঁধা। খালি গায়ে মুখে রুমাল বেঁধে পুলিশের চোখের সামনেই অস্ত্র কাঁধে তারা ঘোরাফেরা করে। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রদের বিবরণ অনুযায়ী গতকাল ক্যাম্পাসে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রয়েছে সাবমেশিনগান, এস এল আর, স্টেনগান, চাইনীজ রাইফেল, বন্দুক, কাটা রাইফেল, পিস্তল ইত্যাদি। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে একদল তরুণকে প্রতিপক্ষকে হটিয়ে দিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যায়।

পুলিশের ভূমিকা

গতকাল সংঘর্ষের সময় পুলিশের ভূমিকা ছিল দর্শকের। প্রথম গুলিবর্ষণের শব্দে সঙ্গে সঙ্গেই সব কটি পুলিশের গাড়ি ঝড়ের বেগে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। দুপুর আড়াইটায় সংঘর্ষে সাময়িক বিরতির সময় পুলিশ ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় মাইকযোগে পুলিশ দু'পক্ষকে শান্ত হওয়ার আহবান জানায়। এ আহবানে কোন সাড়া মেলেনি। এরপর পুলিশের মাইকে আবার ঘোষণা শোনা যায়, আপনারা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সংঘর্ষ বন্ধ করুন, বাচ্চাদের স্কুল থেকে বেরুতে দিন। এ ঘোষণায়ও কোন কাজ হয়নি।

মোটর সাইকেলে আগুন

সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে দু'টি মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। মোটর সাইকেল দু'টির মালিক কে তা জানা যায়নি।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিকালে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং সিন্ডিকেটের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় অতীতের মত এবারও যথারীতি সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আহত ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের আজ সকাল আটটার মধ্যে হল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, গতকাল সন্ধ্যায় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় ভাইস চ্যান্সেলর ক্যাম্পাসের ঘটনাবলীর বিবরণ দেয়ার পর এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভাইস চ্যান্সেলর জানান যে, দুপুর ১টার দিকে বিক্ষোভকারী একদল ছাত্র তাঁর অফিসের সামনের গাড়ী বারান্দায় বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে এসে সমবেত হয়। এ সময় ছাত্ররা ভিসির বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দিচ্ছিল এবং ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান আনসারী তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ছাত্ররা হঠাৎ করে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের দক্ষিণ দিকের কাঁচের জানালায় ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে এবং তার সেক্রেটারীর অফিসে ঢুকে ভাংচুর করে। ইতিমধ্যে আরেকটি মিছিল এলে তারা ভিসি অফিস ত্যাগ করে। প্রায় একই সময়ে ছাত্রদের মধ্যে গুলি বিনিময় আরম্ভ হয়। ভিসি পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে বসুনিয়া তোরণের উভয় দিক এবং রোকেয়া হলের উত্তর ও দক্ষিণ এলাকা প্রায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ভিসি সভায় আরও জানান, প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী গুলি বিনিময়ের সময় অস্ত্রধারীরা কোন কোন প্রভোস্ট, শিক্ষক ও অফিসারদের বাসায় ঢুকে ভয় দেখায়। এমনকি একদল যুবক অস্ত্রসহ জগন্নাথ হলের দিক থেকে এসে শামসুন্নাহার ও রোকেয়া হলে ঢুকে কোন কোন ছাত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয় অথবা ভয় দেখায়। গোলাগুলি বিনিময়ের সময় ল্যাবরেটরী ও উদয়ন স্কুলে আটকে পড়া শত শত শিশুর জীবননাশের আশংকা ছিল।

সামগ্রিক অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে প্রাণহানির ঘটনা এড়ানোর জন্য সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।